দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 04. AUG. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ১-৬ ...

রাজাপুরে স্কুল ভবন পরিত্যক্ত সামিয়ানার নিচে চলছে পরীক্ষা

■ মনিরুজ্জামান খান, রাজাপুর (ঝালকাঠি) সংবাদদাতা •

রাজাপুরের দক্ষিণ পূর্ব ত্যারাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি ভবনই পরিত্যক্ত হওয়ায় সামিয়ানার নিচে বসে কাদার মধ্যে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হচ্ছে।

জানা গেছে, ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের দুটি ভবন '৯০ দশকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এরপর দক্ষিণ পাশের ৩টি রুমে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়। পলেস্তরা খসে পড়তে থাকায় সেটিও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে।

এ দিকে গত ২ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে স্কুলের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা। স্কুলের সামনের রাস্তায় তাঁবু টাঙিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ। উপরে সামিয়ানা আর নিচে কাদা এই নিয়েই চলছে শতাধিক শিশু শিক্ষার্থী প্রতিদিনের পরীক্ষা। বৃষ্টি এলে এ অস্থায়ী পরীক্ষা কেন্দ্রটিও বন্ধ করে দেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই বলে জানিয়েছেন, শিক্ষকরা।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মিঠু রানী অধিকারী বলেন, 'বিদ্যালয়ের ভিতরে দাঁড়ানোর কোন উপায় নেই। তাই বাধ্য হয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় রাস্তায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছি। তবে কর্তৃপক্ষকে বার বার লিখিত ভাবে আবেদন করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন আশ্বাস পাওয়া যায়নি।'

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দুলাল কৃষ্ণ হালদার বলেন, 'বিদ্যালয়ের অবস্থা একেবারেই নাজুক।' তবে এ বিষয়ে উপরে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।'

চিতলমারীতে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পরীক্ষা দিতে গিয়ে আহত ৪

চিতলমারী (বাগেরহাট) সংবাদদাতা জানান, বাগেরহাটের চিতলমারীর একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের ছাদের পলেস্তারা ধসে চার পরীক্ষার্থী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণির রিতা মজুমদার ও চতুর্থ শ্রেণির অনামিকা মালাকারকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে উপজেলার কালসিরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা চলাকালে এই ঘটনা ঘটে। কালসিরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সীমা রাণী বিশ্বাস দাবি করেন, নতুন ভবনে স্থান সংকুলন না হওয়ার কারণে পুরাতন ভবনে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছিল।

চিতলমারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. মোজাফ্ফর উদ্দিন জানান, সম্প্রতি ওই বিদ্যালয়ে একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন ভবন চালু হওয়ার পর ঝুঁকিপূর্ণ পুরাতন ভবনে ক্লাস ও পরীক্ষা না নেয়ার জন্য প্রধান শিক্ষককে বলা হয়ে ছিল। এই নির্দেশ অমান্য করায় প্রধান শিক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে।

আহত স্কুলছাত্রী রিতা মজুমদারের বাবা পরিমল মজুমদার জানান, তার মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পর তার মাথায় সেলাই দিতে হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পরীক্ষা নেয়ায় অভিভাবকরা ক্ষোভপ্রকাশ করেন।